সমাজ ও সামাজিকতা

এ জগত সংসারে কেউ একা চলতে পরে না। জীবনের তাগিদে মানুষকে মিলেমিশে বাস করতে হয়। আর এই মিলেমিশে বাস করাকে বলা হয় সমাজ।

নীতি, আদর্শ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ হল একটি সমাজের ভিত্তি। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, আদব-আখলাক ও শিষ্ঠাচার গড়ে উঠে এর ভিত্তিতেই। আর এভাবেই তৈরী হয় সামাজিকতা।

হিন্দু সমাজ, বৌদ্ধ সমাজ, খৃষ্টান সমাজ, ইয়াহুদ সমাজ, মুসলিম সমাজ ইত্যাদি কত সমাজ গড়ে উঠেছে পৃথিবীতে। প্রতিটি সমাজেরই রয়েছে আলাদা নীতি, আদর্শ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ। যেমন:

হিন্দু সমাজ

মূলনীতিঃ হিন্দু সমাজের মূলনীতি হল বহু দেব-দেবীর পুজা।
আদর্শঃ যুগযুগ ধরে চলে আসা মনিষীদের কথা ও কাজ তাদের আদর্শ।
মূল্যবোধঃ সনাতন প্রথা তাদের সামাজিক মূল্যবোধ।

বিশ্বাসঃ হিন্দুরা এক ইশ্বরে বিশ্বাস করে। সাথে বিশ্বাস করে দেব-দেবীরা ইশ্বরের আশির্বাদ পুষ্ট। ভগবান এদেরকে বিশেষ ক্ষমতা দান করেছেন। ইশ্বরের দেয়া ক্ষমতাবলে এরা ক্ষমতাবান। পুজা দিলে এরা খুশী হয়। ইশ্বরের কাছে সুপারিশ করে। ইশ্বর এদের কথা শুনেন। এতে তাদের মঙ্গল হয়...।

সামাজিকতাঃ সময় মত পুজা দেয়া। বড়দের পা ছুয়ে পদধূলী ও আশির্বাদ নেয়া। মাঝে মাঝে কীর্তন করা। নতুন ঘর, নতুন দোকান ইত্যাদি কীর্তন দিয়ে উদ্বোধন করা। কেউ মারা গেলে ৩দিন পর ফল বিতরন ও ৪০দিন পর চল্লিশা করা। মৃত ব্যক্তিকে স্বর্গে পৌছাতে ঠাকুর দিয়ে মন্ত্র পড়ানো। নারী পুরুষের বে-আবরু চলাফেরা ও অবাধ মিলা-মিশা। দুলাভাই ও দেবরের সাথে অবাধে চলা ফেরা ও রং তামাশা করা। সাধু সন্যাসিদের সাধারন মানুষ থেকে আলাদা মনে করা.. ইত্যাদি।

বৌদ্ধ সমাজ

মূলনীতিঃ এদের নীতি অনেকটা হিন্দুদের মতই।
আদর্শঃ সাধক পুরুষ গৌতম বৌদ্ধ এদের আদর্শ।
বিশ্বাসঃ এরা বিশ্বাস করে গৌতম বৌদ্ধ ইশ্বরের বিশেষ দূত। তিনি ভগবানের আশির্বাদ পুষ্ট ও ইশ্বরের পক্ষ থেকে বিশেষ মক্ষতা প্রাপ্ত। পরকাল সম্পর্কে হিন্দু ও বৌদ্ধদের বিশ্বাস পরীস্কার নয়। তারা স্বর্গ ও নর্গ বিশ্বাস করে। আবার পুনঃজনম বা পরজনমেও বিশ্বাস করে।

মূল্যবোধঃ জীবে দয়া করার কথা বলে পশু জবেহ থেকে বিরত থাকা, কারো ক্ষতি না করা, নিরামিষ ভোগী হওয়া, ইশ্বরের ধ্যানে মগ্ন থাকা ইত্যাদি...।

সামাজিকতাঃ বৌদ্ধরা বৈরাগ্যবাদকে প্রাধান্য দেয়। দুনিয়া বিমুখ হয়ে ধ্যানে মগ্ন থাকাকে পুন্য মনে করে। জীব হত্যা মহা-পাপ'' এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা নিরামিষ ভোগী হয়। সুন্দর্য, আরাম-আয়েশ, উত্তম খানা ও উত্তম কাপড় পরিহার করে। সাধনা, সন্যাসবাদ ও বৈরাগ্যবাদকে প্রাধান্য দেয়। ইশ্বর ও দাসের মধ্যে সব কাজে গৌতম বৌদ্ধ সহ ভিক্ষুদের মাধ্যম মনে করে। ইত্যাদি...।

খৃষ্ঠান সমাজ

মূলনীতিঃ খৃষ্ঠানদের মূল-নীতি তৃত্ববাদ।
আদর্শঃ তারা মনে করে ঈসা আঃ তাদের আদর্শ।

বিশ্বাসঃ= তারা গড বিশ্বাস করে। তারা মনে করে যিশু গডের ছেলে। তিনি দুনিয়ায় এসেছিলেন গডের আশির্বাদ ও শুভশক্তি নিয়ে। তাই গড, গডের ছেলে ও শুভ-শক্তি (অন্য মতে মারইয়াম) এই তিনে মিলে এক। এই বিশ্বাসকে বলা হয় তৃত্ববাদ। পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম, পুন্যের পুরস্কার, পাপের সাজা ইত্যাদি বিষয়েও এরা বিশ্বাস করে।

মূল্যবোধঃ তারা মনে করে যিশুখৃষ্ট শুলিতে চড়ে জাতির পাপ মূচন করে গিয়েছেন। কিয়ামতের দিন তিনি সবাইকে মুক্ত করে দেবেন। তাই যত পাপ কর কোন সমস্যা নেই। গড অতি দয়ালু ও ক্ষমাশীল। তাই তাঁর ক্ষমার প্রতি অতি আশান্বিত হয়ে, পাপের সাজাকে তুচ্ছ করে, মনগড়া পথে জীবন জাপন করা। আর সংস্কার ও সংশোধনের নামে জীবনের গতি পথকে ইচ্ছামত পরিবর্তন করা এদের বৈশিষ্ট।

সামাজিকতাঃ সপ্তাহে একদিন (রবিবার) গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করা। গীর্জার ফাদারের কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং তার মাধ্যমে গডের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। গরীব দুখী ও প্রবীনদের সাহায্য করা। জন্মদিবস, মৃত্যুদিবস, নববর্ষ সহ নানা দিবস পালন করা। সৌধ ও ভাস্কর্যে দিবসের ফুল দেয়া সহ নানা অনুষ্ঠানাদি পালন। ঈসা আঃর জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন। ধর্ম ও ধর্মীয় বিষয়াদিকে পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে পরিবর্তন। নবীকে উদ্ধারকারী ভেবে ঠালাও ভাবে পাপ করা। গড দয়ালু, গড ক্ষমাশীল ইত্যাদি খুব প্রচার করা এবং তাঁর রাগ, গুস্বা ও সাজার কথা বেমালুম ভুলে থাকা। নবীর শিক্ষা ভুলে গিয়ে যুগের তালে চলা এবং ধর্মীয় বিষয়াদিকে ঐচ্ছিক মনে করা ইত্যাদি হচ্ছে তাদের সামাজিকতা।

খৃষ্টানদের ধর্মীয় বিধান মতে নারীর জন্য হিজাব অতি জরুরী এবং মদ্যপান ও যিনা অবৈধ। কিন্তু তা মেনে চলে খুব কম খৃষ্টানই। শুধু যাজক নারীদের হিজাব করতে দেখা যায়।

মুসলিম সমাজ

মূলনীতিঃ তাওহীদ। জীবনের সর্বক্ষেত্রে একত্ববাদের অনুশীলনই মুসলিম সমাজের মূলনীতি।
আদর্শঃ রাসুল সাঃ ও তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত সাহাবাহগণ মুসলমানদের আদর্শ।

বিশ্বাসঃ মুসলমানগণ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রাসূলের আদর্শে বিশ্বাসী। আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ ও রাসূলের বাতানো পথ, তাদের দেয়া বিধান ও নীতিমালা সহ যাবতীয় বিধান মেনে নিতে সকল মুসলাম বাধ্য। আল্লাহর কোন বিধান বা রাসূলের কোন নীতি না মানার এখতিয়ার কারো নেই। ইরশাদ হচ্ছে:

আল্লাহ বা রাসূল কোন ফয়সালা করে ফেললে মুসলিম পুরুষ বা নারী কারো এখতিয়ার থাকে না। (বরং সবাই ইহা মেনে নিতে বাধ্য) আর যেব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয় সে একেবারে বিভ্রান্ত। (৩৩ আহযাব: ৩৬)

মুসলমানদের বিশ্বাসের মৌলিক বিষয় ৬টি। যথা: আল্লাহর উপর ঈমান, ফিরিস্তাগণের উপর ঈমান, কিতাব সমূহের উপর ঈমান, রাসূলগণের উপর ঈমান, ভাল মন্দ তাক্বদীরের উপর ঈমান এবং কিয়ামত, পুনরোত্থান ও পরকালের উপর ঈমান।

মূল্যবোধঃ জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুহাম্মাদ সাঃর আনীত শারীয়া'হ মেনে চলা। যাবতীয় পাপাচার পরিহার করা।

এক আল্লাহর ইবাদাত করা ও সৃষ্টির সেবা করা ইত্যাদি... হল ইসলামী মূল্যবোধ।

সামাজিকতাঃ মুসলমানদের সামাজিকতা হচ্ছে...
সমাজে নামায কায়েম করা।
রামাদ্বানে রোজা রাখা।
দুই ঈদে আনন্দ উপভোগ করা।
হাজ্জ ও উমরাহ পালন করা।
সুদ, ঘোষ ও দুর্নীতি প্রত্যাখ্যান করা।
অশ্লিলতা ও বেহায়াপনা পরিহার করা।
পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করা।
আত্মীয়তা রক্ষা করা।
আত্মীয়-স্বজন সহ সকলের হক আদায় করা।
গরীব ও অভাবীদের সাহায্য করা।
সামাজিক স্বকীয়তা বজায় রাখা। তথা সমাজ জীবনে বিজাতীয় ও বিধর্মাবল্বিদের অনুকরণ না করা।
বিজাতীয় অপসংস্কৃতি থেকে বেঁচে থাকা ইত্যাদি..।

সমাজ বদ্ধ থাকার গুরুত্বঃ ইসলামে সমাজ বদ্ধ থাকার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ ও রাসূল বারবার তাগিদ দিয়েছেন যেন আমরা নেতার আনুগত্য করি। নেতা যতক্ষন স্পষ্টত কুফর না করে ততক্ষন বিদ্রোহ না করি। সামাজিক জীবনে যেন আমরা বিভক্ত হয়ে না পড়ি। বরং সদা ঐক্য বদ্ধ থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইসলামী বিধান মতে দুনিয়ার সকল মুসলিম থাকবে ঐক্যবদ্ধ, একই সমাজের অংশ। এই ঐক্যবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার নাম খিলাফাহ। খালীফাহ হবেন এর প্রধান নির্বাহী। দুনিয়ার সকল ভূখন্ডের মুসলমানগণ হবেন ঐক্যবদ্ধ সমাজের এক একটি অংশ। ইরশাদ হচ্ছেঃ-

১. তোমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে আল্লাহর আদর্শ আঁকড়ে থাক, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (আল্ ই'মরান: ১০৩)

পরস্পরে কল্যান কামনা ও সহযোগিতাঃ সামাজিক ভাবে চলতে হলে একে অপরকে সাহায্য করতে হবে। শান্তিময় ও সুদৃঢ় সমাজ গঠনে জন্য ইহা খুবই গুরুত্ব পূর্ন। ইরশাদ হচ্ছে...

২. সময়ের কসম! মানুষ ধ্বংসে নিপতিত। তবে যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, একে অপরকে সত্য (দ্বীন)র উপদেশ দেয়, উপদেশ দেয় সবরের। (১০৩ সূরাহ: আসর)

৩. সৎকাজে, পাপ থেকে বেচে থাকতে একে অপরকে সাহায্য কর। মন্দ কাজে ও অবাধ্যতায় নয়। (মাইদাহ:২)

সামাজিক সৃংখলাঃ সামাজিক সৃংখলার জন্য চাই দুর্নীতি মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা ও আইনের শাসন তথা সুবিচার ও সুশাসন। যার নিশ্চয়তা দিতে পারে শুধু ইসলামী শারীয়া'হ তথা কুর্আন ও সুন্নাহ। ইরশাদ হচ্ছে..

৪. ..তাদের মাঝে বিচার ও শাসন কর আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মতে। মনগড়া কোন কিছু মেনে নিও না।
(৫ মাইদাহ: ৪৯)

উল্লেখিত সমাজই মুসলিম সমাজ। যারা এ সমাজ ছেড়ে অন্য পথে চলবে তারা নামে মুসলমান হলেও আসলে

কাফির। তাদের ঈমান ও ইবাদাত নিস্ফল। তারা নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে। তাদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে..

৫. হেদায়াত সুস্পষ্ট হবার পরও যারা রাসুলের বিরোদ্ধাচরন করে, মুঅ্মিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে তারা যেদিকে ফিরে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেই। নিক্ষেপ করি জাহান্নামে যা জঘন্যতম আবাস। (৪ নিসা-: ১১৫)

৬. যারা কুফর করে, আল্লাহর পথে বাঁধার সৃষ্টি করে, হেদায়াত সুস্পষ্ট হবার পরও রাসূলের বিরোদ্ধাচরন করে তারা আল্লাহর (দ্বীনের) কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তাদের যাবতীয় আ'মাল নিস্ফল করে দেবেন।
(৪৭ মুহাম্মাদ: ৩২)

সামাজিক সফলতাঃ সামাজিক সফলতার মূলমন্ত্র হল সৎকাজের আদেশ আর অসৎ কাজে নিষেধ করা। ইহা আসলে নবীগণের দায়িত্ব। এমন দায়িত্ব দিয়ে মহান রাব্ব আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছ..

৭. তোমাদের মাঝে এমন একটি দল থাকা আবশ্যক। যারা লোকজনকে কল্যানের পথে ডাকবে। সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর (যে সমাজে এব্যবস্থা চালু থাকবে) তারাই সফল। (আল্ ই'মরান: ১০৪)

খিলাফাহ যুগে উলামাগণ এমহান দায়িত্ব পালন করতেন। এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে তাদের নিয়োগ দেয়া হত। বর্তমানে সৌদি আবার সহ কয়েকটি দেশে এনিয়ম চালু আছে। সরকারী ভাবে এই পদের নাম মুত্তাবা' (অনুসরনীয়)। বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যমে বলা হয় ধর্মীয় পুলিশ।

ইসলামী সমাজ ও আমরাঃ আমাদের সমাজ মিশ্র সমাজ। নীতি, আদর্শ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সামাজিকত, কোন কিছুতেই এসমাজ নির্ভেজাল নয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্ঠান, ইয়াহুদ, মুসলিম, সকল সমাজ থেকে নেয়া কিছু নীতি, আদর্শ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সামাজিকতা নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের মিশ্র সমাজ। যেমন: ইয়াহুদদের মত সুদী লেনদেন ও দ্বীনের অঙ্গহানী। খৃষ্টানদের মত নানা দিবস পালন, কবরে, মাজারে, মিনারে ফুল দেয়া সহ নানা আচার অনুষ্ঠান। হিন্দুদের অনুকরণে কুল-খানী, চেহলাম, যৌতুক সহ কত কিছু..।

কিন্তু এমনটি কাম্য নয়। রাসুল সাঃর আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে তাওহীদ ও তাক্বওয়া ভিত্তিক সমাজই আমাদের কাম্য। এসমাজ কিন্তু এমনিতেই গঠিত হবে না। এর জন্য কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এই পরিশ্রম ও ত্যাগ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহরই অংশ। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুক।

এপাঠ পড়ে যা শিখলাম

১. জীবনের তাগিদে মানুষকে মিলেমিশে বাস করতে হয়। আর এই মিলেমিশে থাকাকে বলা হয় সমাজ।
২. নীতি, আদর্শ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ: এসবের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে সমাজ।
৩. সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, আদব-আখলাক ও শিষ্ঠাচার: এসব হল সামাজিকতা।
৪. সনাতন প্রথা হিন্দুদের সামাজিক মূল্যবোধ।
৫. কেউ মারা গেলে ৩দিন পর ফল বিতরন ও চল্লিশ দিন পর চল্লিশা বা চেহলাম হিন্দু সমাজের সামাজিকতা।
৬. ইশ্বরের দয়ার প্রতি অতি আশাবাদী হয়ে পাপকে তাচ্ছিল্য করা। নবীকে পাপ-মোচনকারী মনে করা। সংশোধনের নামে আল্লাহর বিধানে পরিবর্তন করা। জন্মদিবস, মৃত্যুদিবস সহ নানা দিবস পালন করা। সৌধ বা স্থম্ভে দিবসের ফুল দেয়া। নবীর জন্ম উৎসব তথা মিলাদ পালন করা ইত্যাদি খৃষ্ঠান সমাজের সামাজিকতা।
৭. জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাওহীদের অনুশিলন মুসলিম সমাজের মূলনীতি।
৮. রাসুল সাঃ ও তাঁর আদর্শের সৈনিক সাহাবাগণ মুসলিম সমাজের আদর্শ।
৯. ঈমানের মৌলিক বিষয় ৬টি। যথা: আল্লাহ, ফিরিস্তাকুল, কিতাব সমূহ, রাসুলগণ, আখেরাত ও তাক্বদীর।

১০. জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ সাঃর আনীত শারীয়া'হ মেনে চলা। পাপাচার পরিহার করা। এক আল্লাহর ইবাদাত ও সৃষ্টির সেবা করা ইত্যাদি ইসলামী মূল্যবোধ।
১১. সমাজ-বদ্ধ থাকা মানব জীবনের খুবই গুরুত্বপুর্ন বিষয়।
১২. নিজে সৎ পথে চলা এবং অন্যকে সততা ও সবরের উপদেশ দেয়া আবশ্যক।
১৩. সামাজিক সৃংখলার মূল ভিত্তি সুবিচার ও সুশাসন।
১৪. বিচার ও শাসন হতে হবে আল্লাহর বিধান মতে। মনগড়া কোন বিধান মেনে নয়।
১৫. যে ব্যক্তি আল-ক্বুর্আনের সমাজ বাদ দিয়ে অন্য পথ ধরে সে বিভ্রান্ত।